JAN 1 2000

মুকুল

প্রফাইল

মির্জাপুরের নরদানা বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা অজপাড়াগাঁয়ে খাগজানা নদীর তীরে অবস্থিত টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার বরাটি নরদানা বাংলাদেশ উচ্চবিদ্যালয় এ বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০০ ইং সালের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। স্কুলের দক্ষ প্রশাসন, ছাত্রছাত্রীদের শৃংখলা, এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এবং সাহিত্য সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও স্কাউট দলের উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৯০, ১৯৯২, ১৯৯৭ সালে টাঙ্গাইল জেলায় এবং ১৯৯৩, ৯৪, ৯৫ সালে মির্জাপুর উপজেলায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

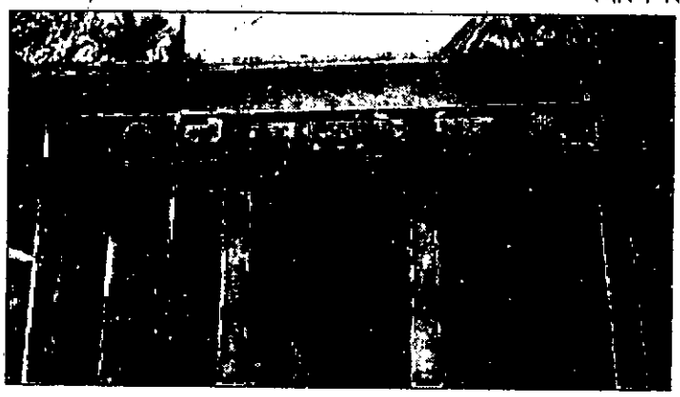

আজ থেকে ৫২ বছর পূর্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মির্জাপুর উপজেলার অন্তর্গত ভাদগ্রাম, বানাইল ও জামুর্কী ইউনিয়নের সীমানার ওপর স্থাপিত হয় ১৯৪১ সালে ওসমান গনি এম.ই বিদ্যালয়। তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন বানিয়াড়া গ্রামের মোশাররফ হোসেন দুলু মিয়া।

স্থানীয় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ৭০ শতাংশ জমির ওপর ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয় রবাটি নরদানা পাকিস্তান উচ্চবিদ্যালয়। মাত্র ১শ শত টাকা বেতনে ১৯৫১ সালে বাবু দুঃখীরাম রাজবংশী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এলাকাবাসীর আর্থিক সহযোগিতায় পরিবার পরিজন ছেড়ে তিনি একটিমাত্র চালাঘরে বসবাস শুরু করেন স্কুল উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাকে সহায়তা করেন শিক্ষাবিদ সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ। আস্তে আস্তে স্কুলের সুনাম বাড়তে থাকে। যে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩১ জন সেই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৬শ ৩২ জন যা কিনা দেশের অজপাড়া গাঁয়ে আর কোথাও নেই। ৪৩ বছর শিক্ষকতা করে ১৯৯৪ সালে ৩১শে আগস্ট ৬৭ বছর বয়সে বাবু দুঃখীরাম রাজবংশী অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন সিনিয়র শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র রায়। ১৯৯৫ সালে নতুন প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন মোঃ আবদুল হালিম মিয়া।

সার্বিক ফলাফলে দেখা যায়, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবু দুঃখীরাম রাজবংশী ১৯৮৭ এবং ৯৪ এবং বর্তমান প্রধান শিক্ষক ১৯৯১ এবং ১৯৯৮ সালে টাঙ্গাইল জেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ এবং ৯৯ সালে অত্র স্কুলের স্কাউট দল শ্রেষ্ঠ স্কাউট দল হিসেবে এবং বাবু সুভাস চন্দ্র বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন মো. শফিউদ্দিন মিয়া। তারপর থেকে আরো উন্নতি লাভ করতে থাকে বিদ্যালয়টি। বিগত দশ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পাসের হার শতকরা ৮০%-৯০%। বিগত দশ বছরে এই বিদ্যালয় থেকে ১৪০০ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় যার মধ্যে ৮০ জন স্টার, ৭৮৩ জন প্রথম বিভাগ বাকি ২য় বিভাগ। গড়ে প্রতিবছর ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। দশ বছরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ১৫ জন মেধা তালিকার এবং ৪৮ জন সাধারণ বৃত্তি লাভ করেছে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬৩২ জন। এর মধ্যে ছাত্র ৯৫০ জন এবং ছাত্রী ৬৮২ জন। শিক্ষক সংখ্যা ২৬ জন, মোট জমির পরিমাণ ৪.৯২ একর। বিজ্ঞান ভবন ১টি দোতলা, পাকা ভবন ১টি, হাফ বিল্ডিং ৪টি, শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা ২৪টি, প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে রয়েছে বিদ্যুতের সুব্যবস্থা, পানীয়জলের নিমিত্তে আছে ১০টি নলকূপ। আবাসিক হোস্টেলে সিট রয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ। বর্তমানে ৫০/৬০ জন ছাত্র হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ১৯৯৮ সালের বন্যায় নদী ভাঙনে বিদ্যালয়টির ৪টি ভবনসহ নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির করুণ অবস্থা।